DFRM ব্যবহারের নির্দেশিকা

DFRM কি ?

DFRM হচ্ছে একটি মডেল যেটা দিয়ে আমরা গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে বন্যা সতর্ক সংকেত প্রকাশ করতে পারি।

বন্যা সতর্ক সংকেত ছাড়াও DFRM দিয়ে যা যা দেখা যাবে:

- ১। বন্যার পানির গভীরতার মানচিত্র
- ২। বন্যার তুর্যোগের মানচিত্র
- ৩। বন্যা দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার মানচিত্র
- ৪। বন্যা ঝুঁকি প্রবন অঞ্চলের মানচিত্র

DFRM ব্যবহারের জন্য আমার কি কি থাকতে হবে?

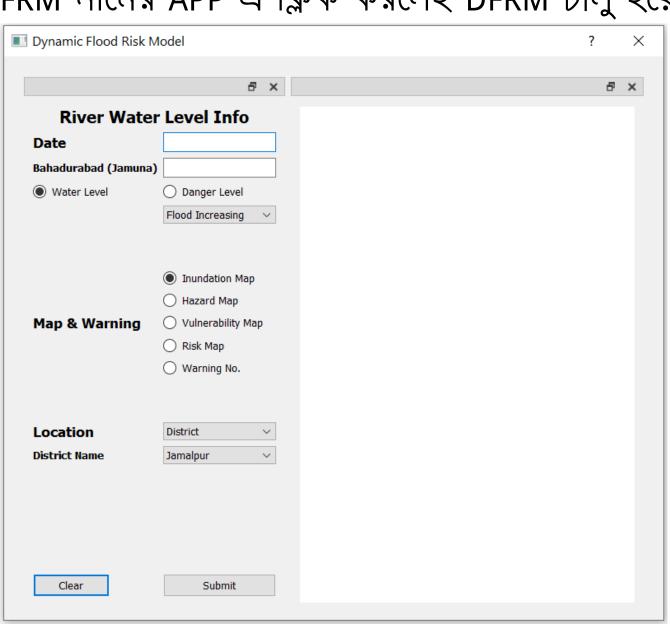
- ১। ল্যাপটপ কম্পিউটার অথবা
- ২। স্মার্ট ফোন

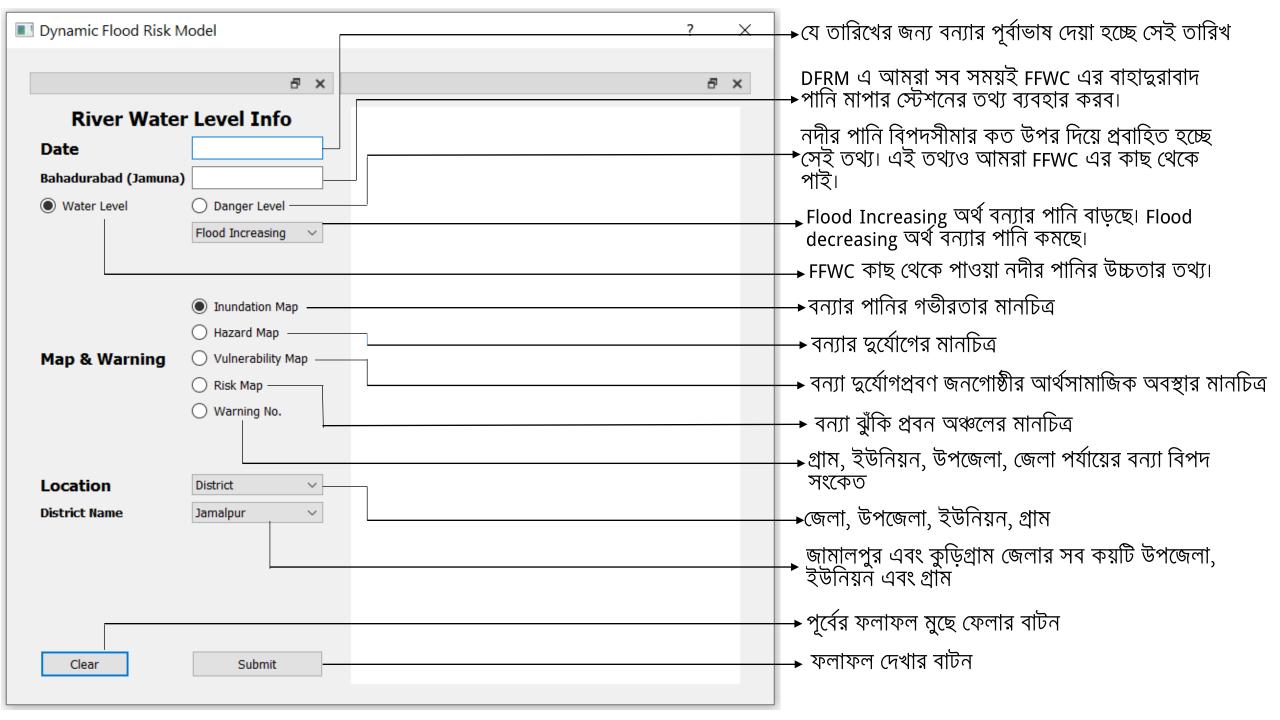
DFRM কিভাবে operate করব ?

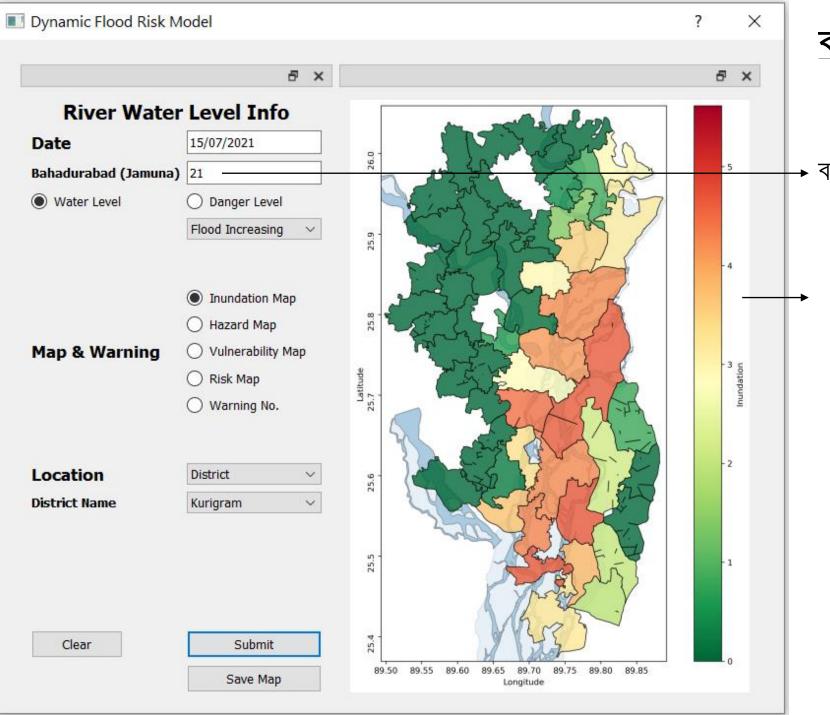
ল্যাপটপ কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনের DFRM নামের APP এ ক্লিক করলেই DFRM চালু হয়ে

যাবে।

DFRM চালু হওয়ার পর যা দেখা যাবে:



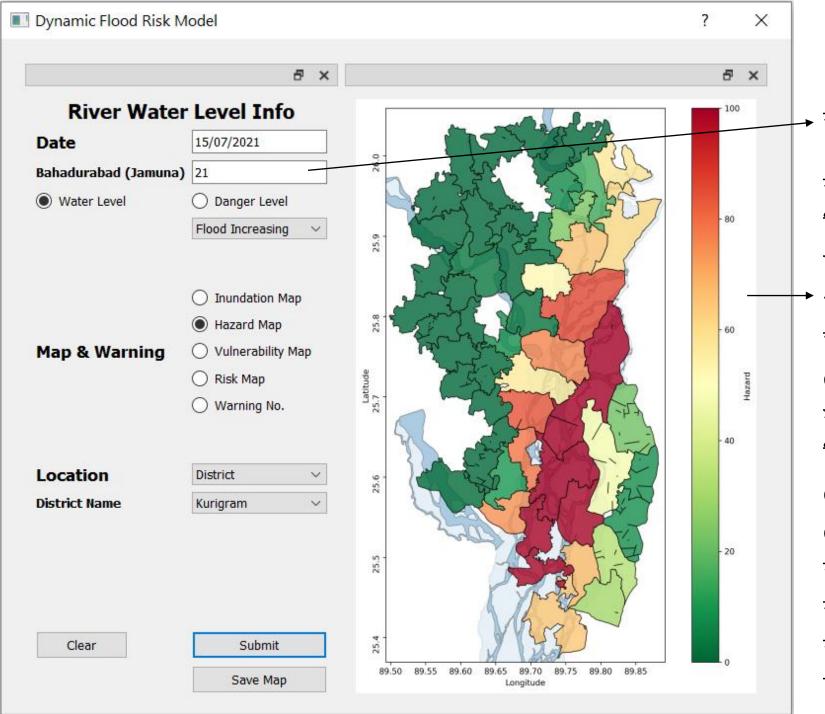




বন্যার পানির গভীরতার মানচিত্র

🔸 বাহাত্ররাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটার

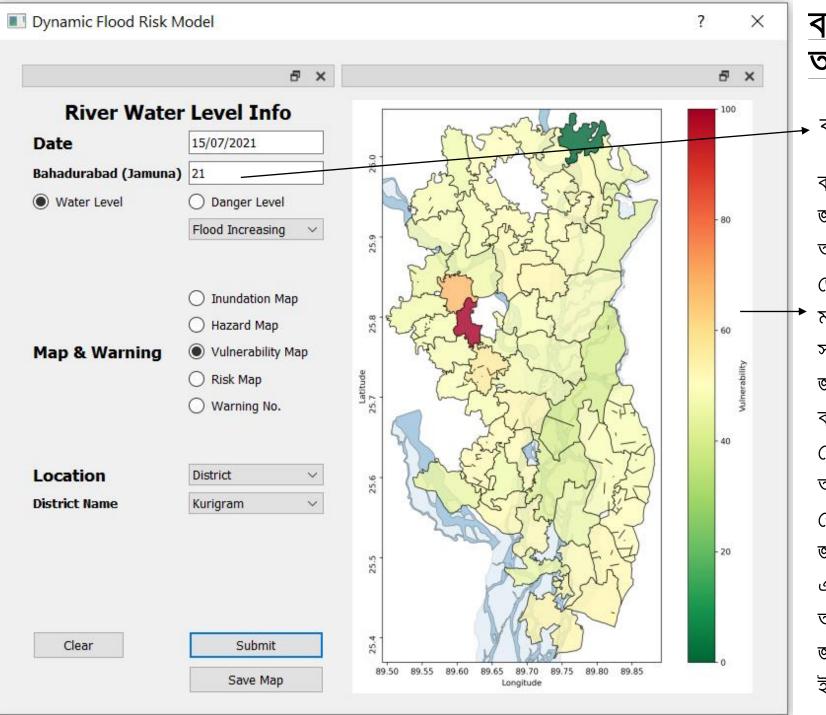
বাহাত্বরাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটারের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার বন্যার পানির গভীরতার মানচিত্র। এখানে কুড়িগ্রাম জেলার সব কয়টি ইউনিয়ন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যমুনা নদীর 21 মিটার পানির উচ্চতার জন্য কুড়িগ্রাম জেলার কোন কোন ইউনিয়নের বন্যার পানির গভীরতা নদীর পার্শ্ববর্তী চরাঞ্চলে 5 মিটার বা 16 ফিটের বেশি হতে পারে।



বন্যার তুর্যোগের মানচিত্র

→ বাহাত্ররাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটার

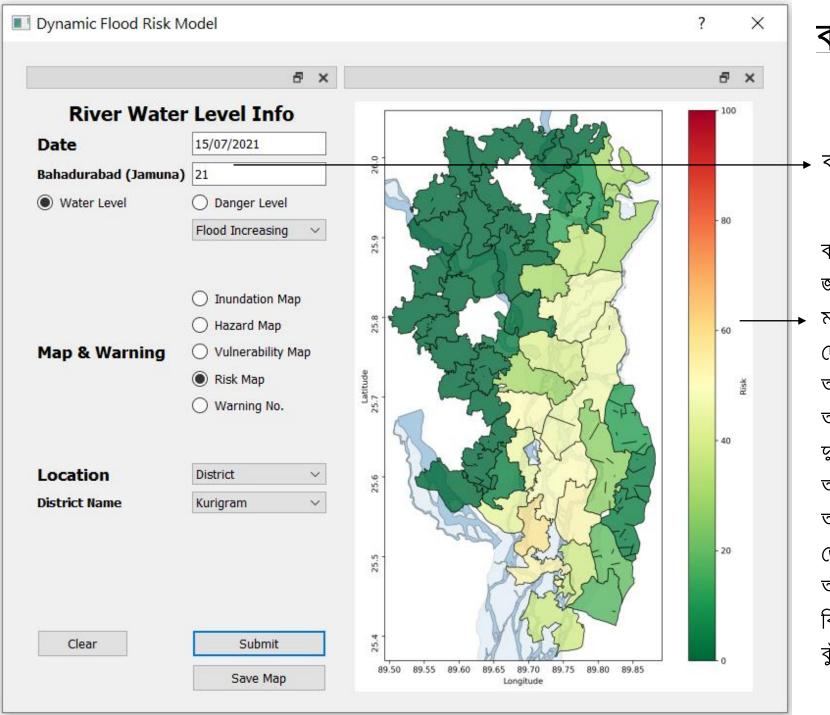
বাহাত্মরাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটারের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার বন্যার দুর্যোগের মানচিত্র। বন্যার দুর্যোগ হচ্ছে একই সাথে বন্যার পানির গভীরতা, পানির গতিবেগ, এবং বন্যার স্থায়ীত্বের সম্মিলিত প্রভাব। এখানে কুড়িগ্রাম জেলার সব কয়টি ইউনিয়ন দেখা যাচ্ছে। যে সমস্ত ইউনিয়নে বন্যার পানির গভীরতা বেশি ছিল (বন্যার পানির গভীরতার মানচিত্র দ্রষ্টব্য), সেই সমস্ত ইউনিয়নে বন্যার দুর্যোগও বেশি। তবে কোন কোন ইউনিয়নের ক্ষেত্রে পানির গভীরতা কম থাকলেও বন্যার স্থায়িত্ব বেশি হওয়াতে বন্যার দুর্যোগ বেশি হয়েছে। তবে সাধারণভাবে কুড়িগ্রাম জেলার অনেকগুলো ইউনিয়নেরই বন্যা দুৰ্যোগ প্ৰবণতা কম।



বন্যা দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার মানচিত্র

বাহাত্মরাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটার

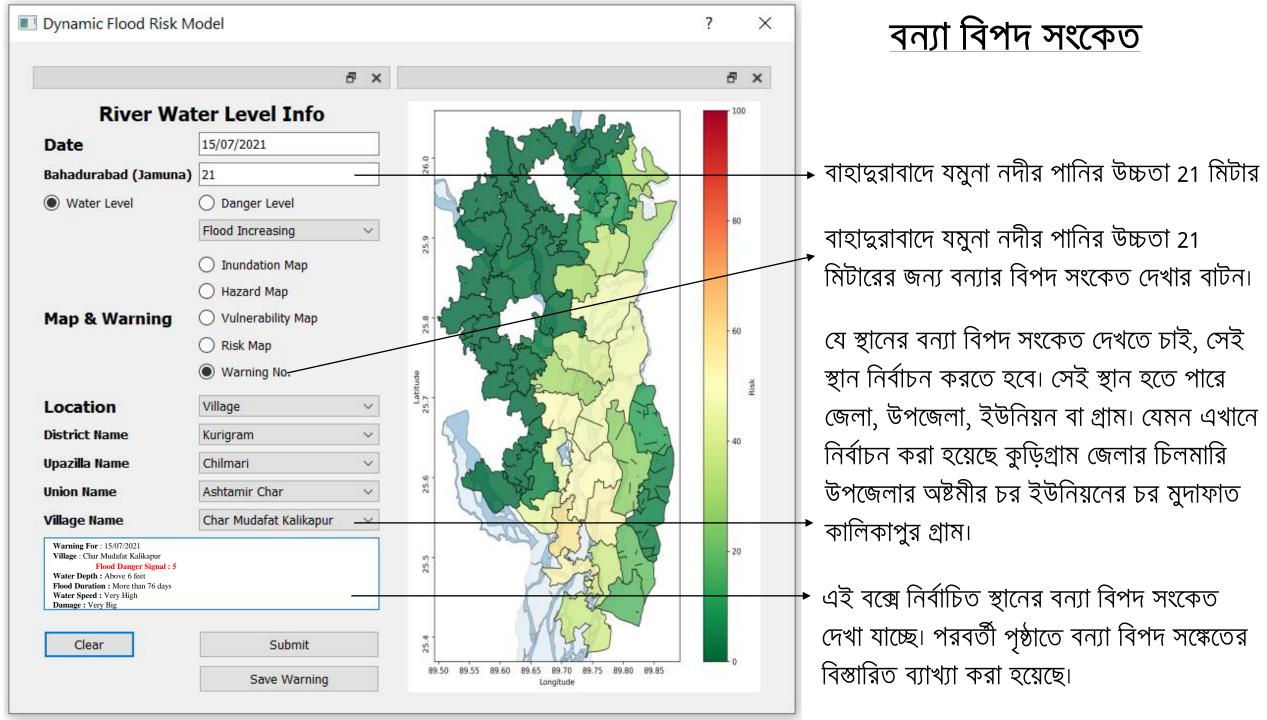
বাহাত্মরাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটারের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার মানচিত্র। এখানে কুড়িগ্রাম জেলার সব কয়টি ইউনিয়ন দেখা যাচ্ছে। কোন অঞ্চলের মানব সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, ভৌত সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্পদ বেশি হলে সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ভাল হবে। বন্যার কারনে সাধারনত ভৌত সম্পদের সরাসরি ক্ষয়ক্ষতি হয়। কোন দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ভাল হলে সেই জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ সহনশীলতা বেশি হয়। ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পায়। কুড়িগ্রাম জেলার জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে এই জেলার অধিকাংশ অংশের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা খুব খারাপ বা খুব ভাল নয়। দুটি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা খুব খারাপ এবং একটি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা খুব ভাল।

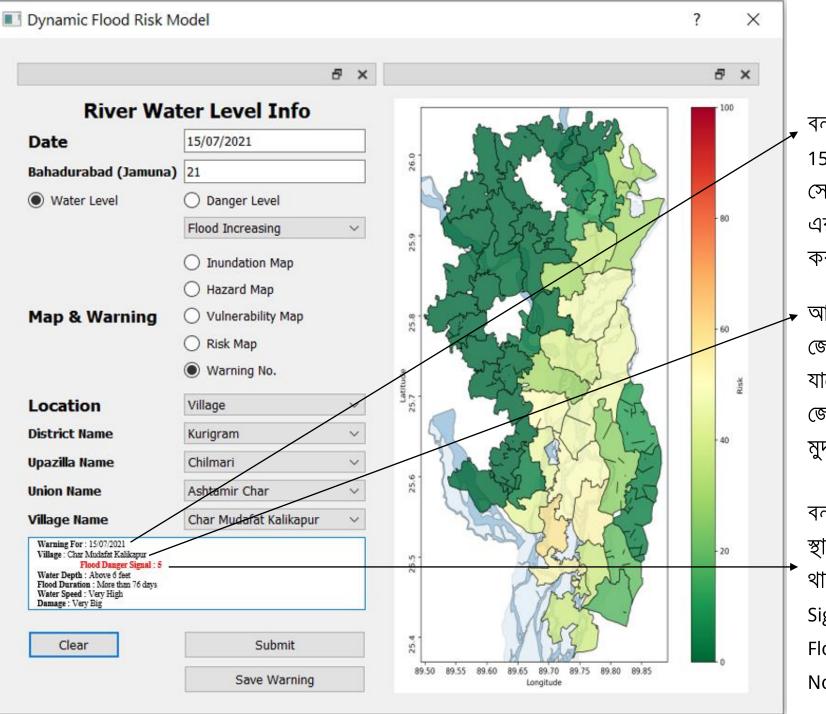


বন্যা ঝুঁকি প্রবন অঞ্চলের মানচিত্র

বাহাত্ররাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটার

বাহাত্মরাবাদে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা 21 মিটারের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা ঝুঁকি প্রবন অঞ্চলের মানচিত্র । এখানে কুড়িগ্রাম জেলার সব কয়টি ইউনিয়ন দেখা যাচ্ছে। কোন অঞ্চলের বন্যা ঝুঁকি নির্ভর করে ওই অঞ্চলের বন্যার দুর্যোগ এবং দুর্যোগ প্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উপর। আমরা এর আগে বন্যার ত্বর্যোগ মানচিত্রে দেখেছি কুড়িগ্রাম জেলার অনেক অঞ্চলই দুর্যোগ প্রবণ। তবে বন্যা দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার মানচিত্রে আমরা দেখেছি এই জেলার অধিকাংশ অংশের জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা খুব খারাপ বা খুব ভাল নয়। ফলে বন্যা ঝুঁকি বিবেচনায় এই জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিম্ন বা মধ্যম ঝুঁকি প্রবণ।

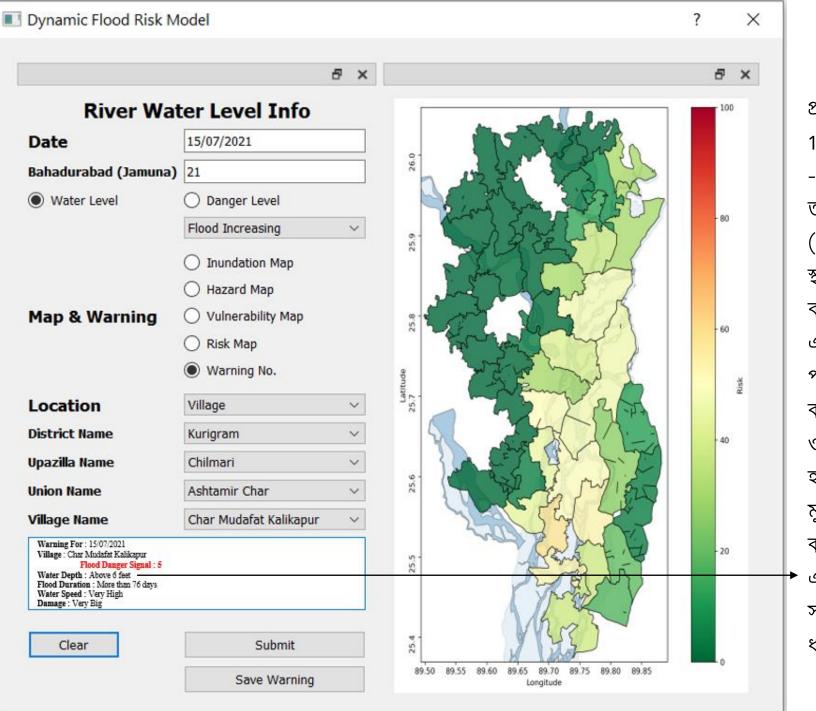




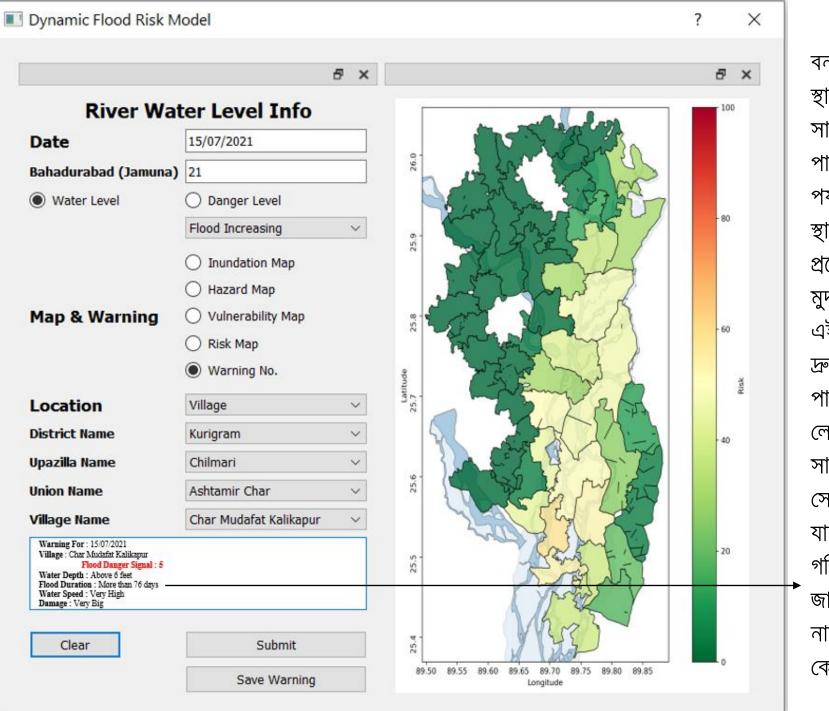
বন্যার বিপদ সংকেত ৫ দিন আগে দেয়া হবে। তার মানে 15/07/2021তারিখের জন্য যে বিপদ সংকেত দেয়া হল, সেটি প্রচার করা হবে ৫ দিন আগে 10/07/2021 তারিখে। এর ফলে ৫ দিন আগে বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করা সম্ভব হবে।

আগেই বলা হয়েছে, DFRM দিয়ে বন্যা বিপদ সংকেত জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম - এই সব পর্যায়েই দেখা যাবে। এই চিত্রে বন্যা বিপদ সংকেত দেখা যাচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি উপজেলার অষ্টমীর চর ইউনিয়নের চর মুদাফাত কালিকাপুর গ্রামের জন্য।

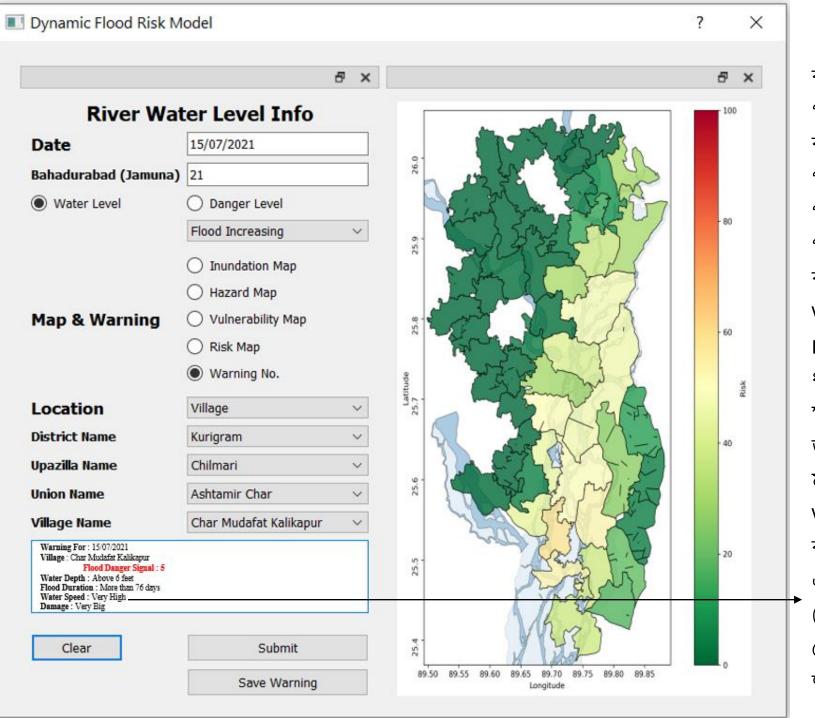
বন্যার মোট ৫ টি বিপদ সংকেত দেয়া হবে। কোন একটি স্থানের বন্যা ঝুঁকি বাড়ার সাথে সাথে বিপদ সংকেত বাড়তে থাকবে। বিপদ সংকেত গুলো হল: (1) Flood Danger Signal No:1 (2) Flood Danger Signal No:2 (3) Flood Danger Signal No:3 (4) Flood Danger Signal No:4 (5) Flood Danger Signal No:5



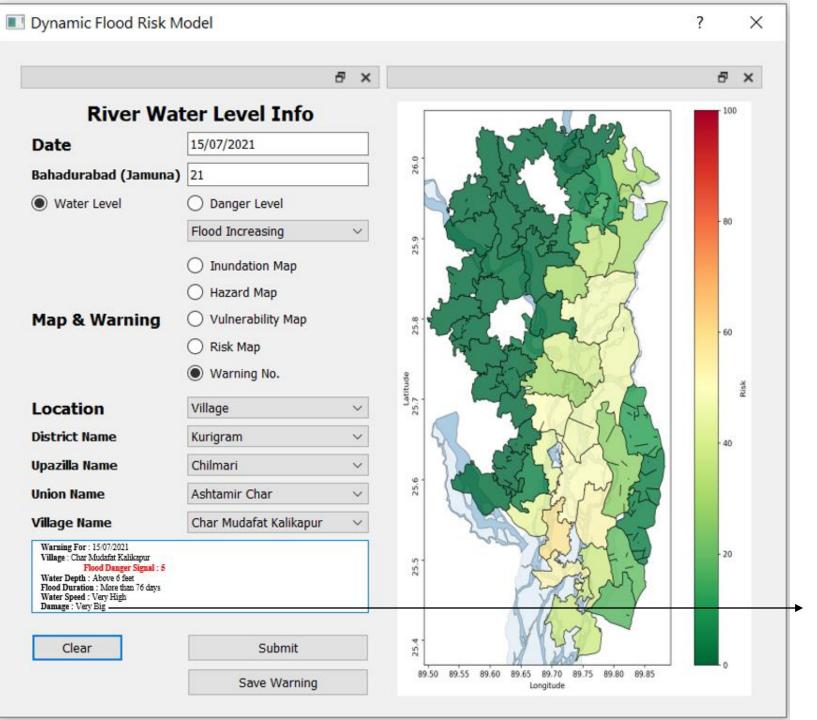
প্রতিটি বন্যা বিপদ সংকেতে (Flood Danger Signal No 1, 2, 3, 4, 5) চারটি তথ্য থাকবে। বন্যার ঝুঁকি বাড়া –কমার সাথে সাথে এই তথ্য গুলোর মানের পরিবর্তন হবে। তার মধ্যে প্রথম তথ্যটি হচ্ছে বন্যার পানির গভীরতা (Water Depth)। বন্যার পানির গভীরতা মাপা হয়েছে স্থানীয় ভূমি হতে। যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে চর মুদাফাত কালিকাপুর গ্রামের জন্য বন্যার পানির গভীরতা ৬ ফুট। এর মানে হচ্ছে এই গ্রামের ভূমির যে কোন স্থানে বন্যার পানির গভীরতা হবে গড়ে ৬ ফুট। যদি গ্রামের কোন একটি বাড়ির ভিটের উচ্চতা ভূমি থেকে ৫ ফুটও হয়, তাহলেও ওই বাড়িটি বন্যার পানিতে ডুবে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই গভীরতা হচ্ছে গড় গভীরতা। তার মানে চর মুদাফাত কালিকাপুর গ্রামে ৫ নম্বর দিপদ সংকেতের জন্য বন্যার পানির গভীরতা কোথাও কোথাও ৬ ফুটের বেশি এবং কোথাও কোথাও ৬ ফুটের কম হবে। তবে গ্রামের সাধারণ মানুষ এই ৬ ফুট দেখে তার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে।



বন্যার বিপদ সংকেতের দ্বিতীয় তথ্য হচ্ছে বন্যার পানির স্থায়িত্ব (Flood Duration)। নদীর পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করতে থাকে। পানি একবার লোকালয়ে প্রবেশ করলে নদীর পানি না কমা পর্যন্ত লোকালয়ের এই পানি নেমে যায় না। বন্যার পানির স্থায়িত্ব বলতে এখানে বুঝানো হচ্ছে নদীর পানি লোকালয়ে প্রবেশ করা থেকে পানি নেমে যাওয়ার সময় পর্যন্ত। চর মুদাফাত কালিকাপুর গ্রামের ৫ নম্বর বিপদ সংকেতের জন্য এই সময়টা হচ্ছে ৭৬ দিনের বেশি। বন্যার পানি কতটা দ্রুত বা ধীরে নামবে সেটা নির্ভর করে নদীর পানির উচ্চতা, পানি নামার গতি, নদী থেকে লোকালয়ের দূরত্ব, লোকালয়ের ভূমির উচ্চতা ইত্যাদি। লোকালয়ে বন্যার পানি সাধারণত খুব দ্রুত প্রবেশ করে এবং খুব ধীরে নেমে যায়। সেই হিসেবে বন্যার বিপদ সংকেত খুব দ্রুত বাড়লেও নেমে যায় ধীরে ধীরে। তবে মনে রাখতে হবে পানি নামার এই গতি লোকালয়ের বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন হবে। যেমন উঁচু জায়গা থেকে পানি দ্রুত নামবে, নিচু জায়গা থেকে ধীরে নামবে। এখানে বন্যার যে স্থায়িত্ব দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কোন লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ পানি নেমে যাওয়ার সময়।



বন্যার বিপদ সংকেতের তৃতীয় তথ্য হচ্ছে বন্যার পানির গতি (Water Speed)। স্থানীয়ভাবে অনেক লোকালয়ে বন্যার পানির গতি 'পানির ধার' হিসেবে পরিচিত। বেশি গতির বা বেশি ধারের পানির ক্ষতি করার ক্ষমতা কম গতির বা কম ধারের পানির থেকে বেশি। এখানে পানির গতিকে তার ক্ষতিকর ক্ষমতা অনুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গতির তীব্রতা অনুসারে ভাগগুলো হচ্ছে (1) Very Low (2) Low (3) Medium (4) High (5) Very High । এখানে Very Low পানির গতি মানে হচ্ছে পানির ধার বা গতি অনেক কম। এই গতির পানির ক্ষতি করার ক্ষমতাও অনেক কম। Low মানে হচ্ছে পানির গতি কম, তবে Very Low হতে বেশি। এইভাবে Medium মানে মাঝারি গতির পানি, High মানে বেশি গতির পানি এবং Very High মানে তীব্র গতির পানি। সাধারণত পানির গতি বাড়ার সাথে সাথে বন্যার বিপদ সংকেত বাড়তে থাকবে। এখানে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে যেখানে বেশি গভীরতার (Water Depth) তীব্ৰ গতির পানি (Water Speed) বেশিদিন (Flood Duration) থাকবে, সেখানে বন্যার তুর্যোগও (Hazard) বেশি হবে।



বন্যার বিপদ সংকেতের চতুর্থ তথ্য হচ্ছে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির (Damage) সম্ভাবনা। এখানে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা হিসেব করা হয়েছে বন্যার ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে। আগেই বলা হয়েছে কোন স্থানের বন্যার ঝুঁকি নির্ভর করে ওই স্থানের বন্যার দুর্যোগের তীব্রতা এবং তুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উপর। যেখানে স্থানীয় দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা খারাপ এবং বন্যার দুর্যোগ বেশি, সেখানে বন্যার ঝুঁকিও বেশি এবং সেখানে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি। সেই হিসেবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে (1) Very Small (2) Small (3) Medium (4) Big (5) Very Big । এখানে Damage Very Small মানে হচ্ছে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি খুব কম হবে। Damage Small মানে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কম হবে, তবে খুব কম নয়। এইভাবে Medium মানে মাঝারি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি, Big মানে বেশ বড় ক্ষয়ক্ষতি এবং Very Big মানে অনেক বড় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। এখানে ক্ষয়ক্ষতির আওতায় ঘর-গৃহস্থালী হতে জমির ফসল সবকিছুই থাকবে।

স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে বন্যার বিপদ সংকেত

যদি স্মার্ট ফোন থাকে তাহলে DFRM থেকে সরাসরি বন্যার বিপদ সংকেত পাওয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে FFWC এর website থেকে আগামী ৫ দিনের যমুনা নদীর বাহাত্মরাবাদ ষ্টেশনের পানির উচ্চতা জেনে নিতে হবে।

FFWC এর ওয়েব ঠিকানা : http://www.ffwc.gov.bd/



SMS এর মাধ্যমে বন্যার বিপদ সংকেত

SMS এর মাধ্যমে সহজেই প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে (যে কোন ধরনের মোবাইল ফোন) বন্যার বিপদ সংকেত পাঠানো হবে। যমুনা নদীর বাহাত্মরাবাদে পানি বৃদ্ধির বা হ্রাসের হারের উপর ভিত্তি করে একটা নির্ধারিত সময় পর পর এই SMS পাঠানো হবে। এই SMS দেখতে হবে এই রকম:

Warning For: 15/07/2021

Village: Char Mudafat Kalikapur

Flood Danger Signal No: 5

Water Depth : Above 6 feet

Flood Duration: More than 76 days

Water Speed: Very High

Damage: Very Big

ভলান্টিয়ারদের গ্রুপ

এলাকাবাসীর মাঝে বন্যা বিপদ সংকেত প্রচার, বিপদ সংকেতের ব্যাখ্যা, বিপদ সংকেত অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে এলাকাবাসীকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার জন্য ভলান্টিয়ারদের তুইটি গ্রুপ কাজ করবে। এই তুইটি গ্রুপ হচ্ছে:

- ১। ওয়ার্নিং গ্রুপ
- ২। শেল্টার গ্রুপ

ওয়ার্নিং গ্রুপ

- ওয়ার্নিং গ্রুপের কাজে শারীরিক পরিশ্রম কম হবে। এই গ্রুপ নীচের কাজগুলো করবে
- ১। বন্যার ৫ টি বিপদ সংকেত (যখন যেটা দেয়া হবে) তা এলাকাবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া।
- ২। বিপদ সংকেত পৌঁছে দেয়ার সময় প্রতিটি বিপদ সংকেতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া।
- ৩। প্রতিটি বিপদ সংকেতের জন্য যে কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

শেল্টার গ্রুপ

শেল্টার গ্রুপের কাজে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হবে। এই গ্রুপ নীচের কাজগুলো করবে

- ১। বন্যার বিপদ সংকেত অনুসারে পতাকা উত্তোলন করা।
- ২। প্রতিটি বিপদ সংকেতের জন্য যে কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ৩। এলাকাবাসীকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা।

এলাকাবাসীর কাছে বন্যার বিপদ সংকেত প্রচার করা

স্মার্ট ফোন অথবা SMS এর মাধ্যমে বন্যার বিপদ সংকেত পাওয়ার পর ভলান্টিয়ারদের শেল্টার গ্রুপের মাধ্যমে এলাকাবাসী বন্যার বিপদ সংকেত জানতে পারবে।

শেল্টার গ্রুপ

- স্থানীয়ভাবে যদি কোন মোবাইল টাওয়ার থাকে, তাহলে সেই টাওয়ারে বিপদ সংকেতের নম্বর অনুসারে পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে। যেমন ৫ নম্বর বিপদ সকেতের ক্ষেত্রে ৫ টি, ৪ নম্বরের ক্ষেত্রে ৪ টি, ৩ নম্বরের ক্ষেত্রে ৩ টি, ২ নম্বরের ক্ষেত্রে ২ টি এবং ১ নম্বরের ক্ষেত্রে ১ টি লাল পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে।
- স্থানীয় হাট-বাজার এবং অন্যান্য জায়গা, যেখানে গন জমায়েত হয়, সেখানে পতাকা উত্তোলন করা যেতে পারে।
- যদি পতাকা উত্তোলনের কোন জায়গা পাওয়া না যায়, তবে স্থানীয় মসজিদের মাইক ব্যবহার করে বিপদ সংকেতের নম্বর প্রচার করা
 যেতে পারে।

বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে বিপদ সংকেত বাড়তে থাকবে। আবার বন্যার পানি কমার সাথে সাথে বিপদ সংকেত কমতে থাকবে। বন্যার পানি বাড়ার সময় জনসাধারণের জন্য কর্ম পরিকল্পনা:

বিপদ সংকেত ১ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং গ্রুপের জন্য করনীয়

- এলাকাবাসীকে বিপদ সংকেত ১ এর অর্থ বুঝিয়ে বলা এবং এটাও বলা এই বিপদ সংকেত বাড়তে পারে। কাজেই বন্যা
 মোকাবেলার প্রস্তুতি এখনি শুরু করতে হবে।
- শুকনা খাবারের প্রয়োজনীয় মজুদ তৈরি করা।
- বিশুদ্ধ খাবার পানির প্রয়োজনীয় সংগ্রহ গড়ে তোলা যেন বন্যার সম্পূর্ণ সময় খাবার পানির সংকট না হয়।
- পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওরস্যালাইনের প্যাকেট, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরী ঔষধ যেমন প্যারাসিটামল তৈরি রাখা।
- ঘরের চারপাশে পোকামাকড় মারার ওষুধ / কার্বক্সালিক এসিড / কার্বনিল এসিড ছিটিয়ে দেয়া।
- টাকা, দলিল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পলিথিনে মুড়ে ঘরের নিরাপদ যায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা।
- এলাকাবাসীকে বলা যে ১ নম্বর বিপদ সংকেতের পর হঠাৎ করেই বন্যার পানি বাড়তে শুরু করতে পারে এবং সর্বোচ্চ বিপদ সংকেত ৫ এ উন্নীত হতে পারে।

বিপদ সংকেত ১ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

- বন্যার সময় যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেলা তৈরি করা।
- নলকূপের মুখ পলিথিন দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া যেন বন্যার পানি নলকূপের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।
- বাড়ির পায়খানাটি উঁচু স্থানে আছে কিনা নিশ্চিত করা। না থাকলে জরুরী ভিত্তিতে এর ব্যবস্থা করা।
- ঘরের ভিতর উঁচু মাচা বানানো যেখানে বন্যার পানি ঘরে প্রবেশ করলে পরিবারের সবাই আশ্রয় নিতে পারে।
- পশু খাদ্যের প্রয়োজনীয় সংগ্রহ নিশ্চিত করা যেন বন্যার সম্পূর্ণ সময়ে পশু খাদ্যের সংকট না হয়।
- গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য এলাকার আশে পাশে উঁচু জায়গা ঠিক করা। সংগৃহীত পশুখাদ্য এই এলাকার কাছাকাছি মজুদ করা।
- পুকুরের পাড় উঁচু করা যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- যেখানে সম্ভব, জমির ফসল ঘরে তুলে ফেলা এবং নিরাপদ যায়য়গায় সংরক্ষণ করা।
- উঁচু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিপদ সংকেত ২ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং গ্রুপের জন্য করনীয়

 এলাকাবাসীকে বিপদ সংকেত ২ এর অর্থ বুঝিয়ে বলা। সাথে এটাও বলা যে যদিও এই বিপদ সংকেতে বন্যার পানির গভীরতা, বন্যার স্থায়িত্ব, পানির গতিবেগ, বন্যার সম্ভাব্য ক্ষতি - সব কিছুই কম, তবে খুব দ্রুতই এই অবস্থার অবনতি হতে পারে। কাজেই যে কর্ম পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যিই বাস্তবায়ন করতে হবে।

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

বিপদ সংকেত ১ এর কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

বিপদ সংকেত ৩ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং গ্রুপের জন্য করনীয়

এলাকাবাসীকে বিপদ সংকেত ৩ এর অর্থ বুঝিয়ে বলা। এলাকাবাসীকে সতর্ক করা যে বন্যা এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়
থাকলেও তা বেশ দীর্ঘ হতে পারে। এখন যে গভীরতার পানি আছে তা মাঝারি গতিবেগে দীর্ঘ দিন থাকলে সম্পদের বেশ ক্ষতি হবে।
কাজেই অবশ্যই সবাইকে কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে।

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

ঘরে ঘরে যেয়ে নিশ্চিত হওয়া যে বিপদ সংকেত ১ এর কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে এলাকাবাসী বন্যার মোকাবেলা করছে।

বিপদ সংকেত ৪ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং গ্রুপের জন্য করনীয়

- এলাকাবাসীকে বিপদ সংকেত ৪ এর অর্থ বুঝিয়ে বলা। বিপদ সংকেত ৪ এর অর্থ বন্যা বেশ বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আগামী ৫
 দিনে পানির যে গভীরতা হবে তার গতিবেগ হবে বেশি এবং তা বেশ অনেক দিন স্থায়ী হবে। এর ফলে এলাকার নিচু অঞ্চলে যারা আছে,
 তাদের এখনি আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বাড়িঘরে থাকা এখন আর নিরাপদ নয় এবং এর ফলে তাদের
 সাথে থাকা সম্পদের বেশ বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
- এলাকাবাসীকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা। শুধু মাত্র যে সমস্ত বসতি এলাকার নিচু যায়গায় অবস্থিত এবং ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে, সেই সমস্ত বাড়ি ঘরের বাসিন্দাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে গৃহস্থদের সাথে থাকা সম্পদ যেমন প্রয়োজনীয় টাকা, দলিল, ইতিমধ্যে জমাকৃত শুকনা খাবার, খাবার পানি, ঔষধ ইত্যাদি নিজের সাথে নেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা। গৃহস্থদের এই মর্মে আসস্ত করা যে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ির নিরাপত্তা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা নিস্তিত করবে।

শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

আশ্রয়কেন্দ্রগুলিকে এলাকাবাসীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা।

বিপদ সংকেত ৫ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং গ্রুপের জন্য করনীয়

- এলাকাবাসীকে বিপদ সংকেত ৫ এর অর্থ বুঝিয়ে বলা। বিপদ সংকেত ৫ এর অর্থ -আগামী ৫ দিনের মধ্যে বন্যার পানির যে গভীরতা হবে, তা দীর্ঘ দিন স্প্রায়ী হবে। ফলে এলাকার নিচু যায়গায় যারা আছে, তাদের ঘরবাড়ি দীর্ঘ দিনের জন্য পানির নীচে ডুবে যাবে। এছাড়া এই পানির গতিবেগ তীব্র হওয়াতে তাদের সাথে থাকা সম্পদের অনেক বড় ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য এই সমস্ত ঘরবাড়ির বাসিন্দাদের এখনই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হবে।
- এলাকার অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গার বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে বিপদ সংকেত ৪ অনুসারে প্রস্তুত করা, যেন অল্প সময়ের নোটিশে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারে।

শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

এলাকার নিচু যায়গায় বসবাসরত এলাকাবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

যে সমস্ত এলাকায় বিপদ সংকেত ১ থেকে একবারে ৫ এ উন্নীত হয়েছে, সে সব এলাকায় বিপদ সংকেত ২, ৩, ৪ এবং ৫ এর কর্ম
পরিকল্পনা এক সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বন্যার পানি কমার সময় জনসাধারণের জন্য কর্ম পরিকল্পনা:

বিপদ সংকেত ৫ থেকে ৪ এ নামার পর কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারীদের বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতে বলা।
- যে সমস্ত এলাকাবাসীর বাড়িঘর বন্যায় তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু যায়গায় থাকায় পানি দ্রুত নেমে গেছে, তাঁদের আশ্রয়কেন্দ্র হতে
 বাড়ি ফিরে যেতে বলা।

বিপদ সংকেত ৪ থেকে ৩ এ নামার পর কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

অবশিষ্ট এলাকাবাসীকে, যাদের বাড়ি থেকে পানি নেমে গেছে, তাঁদের আশ্রয়কেন্দ্র হতে বাড়ি ফিরে যেতে বলা।

বিপদ সংকেত ৩ থেকে ২ এ নামার পর কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

বিপদ সংকেত ২ থেকে ১ এবং ১ থেকে NO SIGNAL এ নামার পর কর্ম পরিকল্পনা

ওয়ার্নিং এবং শেল্টার গ্রুপের জন্য করনীয়

বন্যা কবলিত এলাকাতে অতি দ্রুত পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন কাজ শুরু করা।